যায়যায়দিন

DEO

তারিখ ... 1 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ফাঁস হওয়া প্রশ্নে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা সমাপ্ত

এম মামুন হোসেন

ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রে পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দেশের সর্ববৃহৎ এ পাবলিক পরীক্ষার শেষদিনে ধর্ম বিষয়ের পরীক্ষা ছিল। আগের দিন বুধবার রাতে রাজধানীসহ বিভিন্ন এলাকায় ধর্ম বিষয়ের প্রশ্ন পাওয়া যায়। হাতে লেখা ওই প্রশ্নের সঙ্গে শেষ পরীক্ষারও প্রশ্নের হুবহু মিল পাওয়া গেছে।

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার জন্য কোনো বিকল্প সেটের প্রশ্ন না থাকায় ফাঁস হওয়া প্রশ্নে ছয়টি বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে। আলোচিত এই পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের মূল হোতারা এখনো পর্দার আড়ালে রয়ে গেছে। অন্যদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে গঠিত তদন্ত কমিটি স্ববিরোধী প্রতিবেদন জমা দেয়। প্রতিবেদনে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে দাবি করা হলেও ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মূল প্রশ্নপত্রের মিল ছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। তদন্তের দুর্বলতার সুযোগে এবারো প্রশ্ন ফাঁসের হোতারা ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছে।

স্ববিরোধী তদন্ত রিপোর্ট ঘটনার 'নায়করা' এখনো পর্দার আড়ালে

গত ২১ নভেম্বর থেকে সারাদেশে একযোগে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয়। ওইদিন ফাঁস হওয়া প্রশ্নে গণিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে গুঞ্জন ওঠে। ২২ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় বাংলা পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে বলে গত বুধবার রাতে যায়যায়দিনের কাছে অভিযোগ আসে। ওইদিন সন্ধ্যায় ঢাকা কলেজ এলাকা থেকে শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠেয় বাংলা পরীক্ষার হাতে লেখা প্রশ্ন বিক্রি করা হয়। যায়যায়দিনসহ আরো একটি জাতীয় দৈনিক ফাঁস হওয়া বাংলা প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। পত্রিকায় ছাপানো প্রশ্নেই বাংলা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

ইংরেজি বিষয়ের পরীক্ষার আগের দিন রাতেও হাতে লেখা প্রশ্নপত্র রাজধানী ও এর আশেপাশের এলাকায় পাওয়া যায়। হাতে লেখা ওই প্রশ্নের সঙ্গে পরীক্ষার প্রশ্নের ১০০ নাম্বারের হুবহু মিল পাওয়া যায়। ফাঁস হওয়া প্রশ্ন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে দেয়া হলে-প্রশ্নফাঁসের সত্যতা স্বীকার করেন। এদিকে প্রশ্নফাঁস হওয়ার ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির দেয়া প্রতিবেদনে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়কে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। তদন্ত কমিটির 'গা বাঁচানো' নীতির কারণে প্রশ্নপত্র ফাঁসের মূল হোতারা এবারো ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে।

যায়যায়দিনের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বাংলা পরীক্ষার আগেরদিন ঢাকা

পরীক্ষা : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

পরীক্ষা : প্রাথমিক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কলেজের ছাত্রলীগের কিছু নেতাকর্মী নিউমার্কেট ও নীলক্ষেত এলাকায় হাতে লেখা প্রশ্নপত্র বিক্রি করে। রাজধানীর নীলক্ষেতের বিভিন্ন ফটোকপির দোকানে প্রশ্নপত্র বিক্রি হতে দেখা যায়। ইংরেজি পরীক্ষার আগের দিন পুরনো ঢাকার লক্ষীবাজার, জুরাইন ও শ্যামপুর এলাকায় প্রশ্ন বিক্রি করতে দেখা গেছে। রাজধানীর কয়েকটি বেসরকারি স্কুলের ইংরেজি শিক্ষকের সঙ্গে কথা বললে তারা প্রতিবেদককে জানান, ইংরেজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আগেই তারা পেয়ে গিয়েছিলেন। ফাঁস হওয়া প্রশ্নে বাংলা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় তারা শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন বলে দেন। কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজেদের ফলাফল ভালো করার জন্য শিক্ষার্থীদের বাসায় বাসায় টেলিফোন করে প্রশ্ন জানিয়ে দেন। তারা জানান, বিষয়টি অনৈতিক হলেও প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে শিক্ষকরা এ কাজটি করেছেন। বিশেষ করে যারা প্রাইভেট পড়ান তারা তাদের শিক্ষার্থীদের হাতে লেখা প্রশ্নের ফটোকপি সরবরাহ করেন।

একটি সূত্র জানায়, সমাপনী পরীক্ষার জন্য কোনো বিকল্প সেটের প্রশ্ন ছাপা হয়নি। শতাধিক প্রত্যন্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা শুরুর সপ্তাহ খানেক আগে প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হয়। ওইসব কেন্দ্রে প্রশ্নপত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে কোনো মনিটরিং ছিল না। প্রত্যন্ত অঞ্চল হলেও মুঠোফোনের ব্যাপক ব্যবহারে ওইসব কেন্দ্র থেকে প্রশ্ন ফাঁস হতে পারে। তবে এ ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটি এ বিষয়টিও এড়িয়ে গেছেন। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রশ্ন বিক্রির স্পট ও বিক্রির সঙ্গে রাজধানীর একটি কলেজ শাখার ছাত্রলীগের সংশ্লিষ্টতা উল্লেখ করলেও তদন্ত কমিটি এ বিষয়ে কোনো খোঁজখবর নেয়নি।

জানা গেছে, পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইন ১৯৮০ এবং সংশোধনী ১৯৯২-এর ৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, প্রশ্নপত্র ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণের সঙ্গে জড়িত থাকলে শাস্তি ন্যূনতম তিন বছর থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ড। কিন্তু আইনটি জারি হওয়ার পর আজ পর্যন্ত এর কোনো কার্যকারিতা দেখা যায়নি। এই আইন প্রণয়নের পরও বিভিন্ন পরীক্ষায় বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। এমনকি প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিভিন্ন কেলেঙ্কারির পর পরীক্ষা স্থগিত করে কমপক্ষে ২৯ বার তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এসব তদন্ত প্রতিবেদনে সঙ্কট সমাধানের সুপারিশ করা হলেও কোনো সুপারিশই এখনো কার্যকর হয়নি।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সংগঠন অভিভাবক ফোরামের' আহ্বায়ক জিয়াউল কবির দুলু উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, খুদে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যায় এটা বর্তমান সরকারের জন্য এক চরম ব্যর্থতা। এটা একটি জাতির ভবিষ্যতের জন্য লজ্জাজনক ঘটনা। যেসব খুদে শিক্ষার্থীদের হাতে পরীক্ষার আগে প্রশ্ন তুলে দেয়া হচ্ছে তারাই তো আগামীতে দেশের কাণ্ডারি হবে। ফাঁস হওয়া প্রশ্নে পাস করাদের কাছ থেকে জাতি কী আশা করতে পারে।

প্রসঙ্গত, অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর ২৬ লাখ ৪১ হাজার ৬৭ জন এবং ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় তিন লাখ ২৮ হাজার ৩২৬ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে বলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়। মন্ত্রণালয়ের হিসেবে গত বছরের তুলনায় এবার পরীক্ষার্থী বেড়েছে সাড়ে ১৪ শতাংশ। ছেলেদের তুলনায় মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবার প্রাথমিকে দুই লাখ ২৬ হাজার ২৬০; ইবতেদায়ীতে ১৫ [illegible] ২৭২ বেশি।